গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

জাতীয় পাট দিবস ২০২০

‘সোনালি আঁশের সোনার দেশ
মুজিব বর্ষে বাংলাদেশ’

জাতীয় পাট দিবস ২০২০ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র
২২ ফাল্গুন ১৪২৬, ০৬ মার্চ ২০২০

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

২২ ফাল্গুন ১৪২৬
০৬ মার্চ ২০২০

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘জাতীয় পাট দিবস-২০২০’ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পাটখাতের সমৃদ্ধি সুসংহত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে এ উদ্যোগ সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাট শিল্পের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জড়িত। দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে মানানসই বিভিন্ন পণ্য দেশে ও দেশের বাইরে পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসাবে সমাদৃত। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। সে লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রাষ্ট্রের উৎপাদন যন্ত্রের উপর জনগণের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাট ও শত্রুকল জাতীয়করণ করেন এবং পাট গবেষণায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পাটখাতের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে পাটখাত আবারও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সক্ষমতা ফিরে পেতে শুরু করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পণ্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পলিথিন ব্যাগের বিকল্প ‘সোনালী ব্যাগ’, জিও জুট টেক্সটাইল’ সহ দেশে উদ্ভাবিত পাটজাত পণ্য বিশ্ববাজারে অনন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত হতে পারে। একেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদযাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিববর্ষে দেশের পাটখাতের উন্নয়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বঙ্গবন্ধুকন্যা

পাট কেবল সোনালি আঁশই নয়, এটি আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক সোনালি অধ্যায়। একসময় পাট ছিল আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত। কালের পরিক্রমায় কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান টেকসই উন্নয়নের যুগে পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। তাই এখাতের সার্বিক উন্নয়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এরই সুত্রধরে বাংলাদেশে ৩ মার্চ ‘জাতীয় পাট দিবস-২০২০’ উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমগ্র বিশ্বে মর্যাদার সাথে তুলে ধরবে।

দেশের অর্থনীতিতে পাটখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মস্থানে পাট ও শত্রুকলসমূহ জাতীয়করণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলার হারানো ঐতিহ্য পাটের সুদিন ফিরিয়ে আনতে নানামুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০’ ও ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা,২০১৩’ অনুযায়ী উদিশপট পণ্য সংরক্ষণ ও পরিবহনে পাটজাত মোড়ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে নিশ্চিত করা হয়েছে। পাট চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি পাট শিল্পের সম্প্রসারণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছানোর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যবহার বহুমুখীকরণ ও উচ্চমূল্য সংযোজিত পাটপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে-পাটকাঠি থেকে চারকোল, কম্পোজিট জুট টেক্সটাইল, পাট পাতার পানীয়, জুট জিও-টেক্সটাইল, পলিফিলের বিকল্প পাট থেকে আহরিত সেলুলোজ থেকে ‘সোনালি ব্যাগ’ উৎপাদনের মাধ্যমে পাটখাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পাটকে বিশ্ব বাজারে তুলে ধরতে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এ বহুমুখী পাটপণ্যের স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

‘জাতীয় পাট দিবস-২০২০’ পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং দিবসটির সফলতা কামনা করি। এ উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি)

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পাট বাংলাদেশকে সোনালি আঁশের দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করেছে। কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার ও প্রসারের ফলে কিছু সময় পাটের ব্যবহার ও চাহিদা ক্রমহ্রাসমান হলেও বর্তমান বিশ্ব বাস্তবায়ন পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পাটখাতের বিকাশে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এই ইতিবাচক পরিস্থিতিতে ‘সোনালি আঁশের সোনার দেশ, মুজিববর্ষে বাংলাদেশ’ স্লোগানকে ধারণ করে প্রতিবছরের ন্যায় ৩ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ‘জাতীয় পাট দিবস-২০২০’ উদযাপিত হতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামুদ্রিক নির্দেশনায় পাটখাতের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পাটখাতকে সুসংহতকরণের লক্ষ্যে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি, চাষ সম্প্রসারণ, গুণগত মান উন্নয়ন, পাট শিল্পের বিকাশ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত মহান জাতীয় সংসদে ‘পাট আইন, ২০১৭’ পাশ হয়েছে। কতিপয় পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহে কৃত্রিম মোড়কের ব্যবহারজনিত কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে এবং পরিত্যক্ত পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ এবং ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩’ কার্যকর করা হয়েছে। পাটখাতের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ‘জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮’ অনুমোদিত হয়েছে। সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের পাটখাত আবারও সোনালি ঐতিহ্য ফিরে পেতে শুরু করেছে। পাটখাতের স্থায়ীকরণ কল্পে লাগিয়ে বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাটচাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ, উদ্যোক্তাদের পাটনীজস্ব প্রত্যেজনীয় উপকরণ সরবরাহ, পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন, চাহিদা নির্ভর দক্ষিনসম্পদ ও শৈল্পিক গুণসম্পন্ন নতুন নতুন ডিজাইনের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন এবং বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরসংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে।

আমার বিশ্বাস, জাতীয় পাট দিবস উদযাপনের মাধ্যমে পাট খাত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাজের গতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পাবে। পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে পাটখাত দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ‘জাতীয় পাট দিবস-২০২০’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(লোকমান হোসেন মিয়া)

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ : সম্ভাবনাময় পাটখাত

সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পাট অধিদপ্তর

উর্বর পলিমাটি আর অনুকূল জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশের পাটের মান বিশ্ব সেরা। একসময় এ পাট-ই ছিল কৃষকের অর্থ-উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় খাত। তাই আবহমান কাল থেকেই এ দেশের চাষীরা বংশ পরম্পরায় পাট চাষ করে আসছেন। পাটের সাথে রয়েছে এ দেশের মানুষের আবেগের সম্পর্ক, সোনালী ঐতিহ্য আর মহান স্বাধীনতার এক নিবিড় যোগসূত্র। স্বজনহারা সোনার বাংলাদেশ গড়ার সোনালী আঁশ পাটের ‘সোনালী অধ্যায়’ আজ আর বপ্ন নয়। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা পণ্ডপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত তাগিদাবলে আর সময়োপযোগী ইতিহাসক পদক্ষেপের কারণে পাটখাত আজ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রার এক অন্যতম অনুষঙ্গ। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাকিনে জাতীয় পাট দিবস ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটেই ‘সোনালী আঁশের সোনার দেশ, মুজিব বর্ষে বাংলাদেশ’- স্লোগানে ৩ মার্চ চতুর্থবারের মতো জাতীয় পাট দিবস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে পাটের সাথী ঐতিহ্যের ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ, পাট-পাটজীব ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে এ দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম।

আশির দশকে পাটের বিকল্প হিসেবে পলিথিনসহ বিভিন্ন সিনথেটিক পণ্যের প্রচলনের ফলে স্বাভাবিক বাজারে পাটের কদর কমতে থাকে। সে কারণে একদিকে কৃষকের বহুমুখীকরণ এবং অন্যদিকে পাটের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে চাষীরা বিকল্প ফসল চাষে সচেষ্ট হয়। এছাড়াও পাটের বিষয়ে বিভিন্ন নেতিবাচক পদক্ষেপের কারণে পাটখাত তার সোনালী ঐতিহ্য হারাতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে পাটের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের বিষয়ে অঙ্গীকার করে এবং ক্ষমতায় এসে সরকার পাট-বান্ধব নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বেড়ে জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

সারণী- ১ : কাঁচাপাটের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	মোট রপ্তানি (লক্ষ বেল)	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৩-১৪	৬৭.৮৫	৯.৮৪	৯০.৫২
২০১৪-১৫	৭৫.০৫	১০.৩১	১০৪.৭৮
২০১৫-১৬	৮৫.০০	১১.৭৪	১৩৫.৯৮
২০১৬-১৭	৮৮.৯৯	১৩.৩৯	১৬৯.৯৬
২০১৭-১৮	৯১.৯৯	১৩.৭৯	১৭৬.৫২
২০১৮-১৯	৭৪.৭৮	৮.৬১	১১২.৪৮
জুলাই'১৯-জানু'২০২০	৭৪.৪৬	৬.১৪	১০২.০৫

সারণী- ২ : পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	মোট রপ্তানি (লক্ষ মে.টন)	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৩-১৪	৯.৬৩	৮.০৮	৬৫৩.০৩
২০১৪-১৫	৮.৬৫	৮.১৮	৭৯৮.২৩
২০১৫-১৬	৯.৬৩	৮.২৫	৮০০.০০
২০১৬-১৭	৯.৮৩	৮.৩৪	৮৯৯.৫৩
২০১৭-১৮	১০.২৯	৮.২৯	৮৫৬.৮১
২০১৮-১৯	৮.৫২	৭.১৮	৭২৩.২৮
জুলাই'১৯-জানু'২০২০	৬.৫৫	৫.৮৭	৫১৪.১৫

কতিপয় পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণে কৃত্রিম মোড়কের ব্যবহারজনিত কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণরোধকল্পে এবং পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ ও এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে। এ আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার আওতায় ধান, চাল, গম, ভূট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, ভূষ-বুদা-কুড়া, পোল্ট্রি ও ফিশফিডসহ ১৯টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ আইনের বিধান অমান্যকারীর শাস্তি অনধিক এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নিয়মিত প্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হচ্ছে। আইন বাস্তবায়নের ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যাগের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পলিথিনসহ বিভিন্ন সিনথেটিক ব্যাগ ব্যবহারের মাত্রা হ্রাস পাওয়ায় পরিবেশ দূষণ প্রশমিত হচ্ছে। এ আইনের সফলতা বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী, প্রশাসন, পুলিশ, মিডিয়া, সুশীলসমাজ ও জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

সরকার মাননমত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পাটশীল উৎপাদনে স্বয়ংভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের আওতায় ‘উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটশীল উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৬টি জেলার ২৩৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের স্থিতাহীন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে “জেলা কমিটি” এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে গঠিত “উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি” রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাটচাষের উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কে চাষীগণ প্রশিক্ষিত হবেন এবং সার্বিকভাবে গুণগত মানসম্পন্ন পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

পাট একটি পরিবেশ বান্ধব ফসল এবং পরিবেশ রক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাট উদ্ভিজ্জাত্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে গ্রিন-হাউজ গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে। এক গবেষণায় জানা যায়, ১ হেক্টর জমির পাট ১০০ দিনে বাতাস থেকে ১৪.৬৬ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম; অন্যদিকে একই সময়ে প্রতি হেক্টর জমির পাট বায়ুমণ্ডলে ১০.৬৬ টন অক্সিজেন নিঃসরণ করে এ সুন্দর পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে সহায়তা করছে। পলিথিন বা সিনথেটিক পণ্যের পরিবর্তে শতভাগ পাটপণ্য ব্যবহার করলে পরিবেশদূষণ বহুলাংশে কমে যাবে। এ ছাড়াও পাটাঘরে পাট পাতের শিকড় ও বড়ে পড়া পাতা পঁচে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিসহ কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য ফসলের রোগ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে। পাটঘাবের পর এ জমিতে অন্য যে কোন ফসল চাষ করলে ভুলনামূলক অনেক বেশি ফলন হয় এবং চাষী লাভবান হন। অর্থকরী ফসল হিসেবে পাটের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাণিজ্যিকভাবে পাটখড়ি ব্যবহার করে চারকোল উৎপাদন করা হচ্ছে। পাট আঁশের পাশাপাশি চাষীরা সম্পত্তি পাটখড়ি বিক্রি করেও লাভবান হচ্ছেন। পাট পানীয়তে ব্যবহারযোগ্য পাট পাতা বিক্রি করেও অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বছরে প্রায় ৩০ লাখ টন পাটখড়ি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বন উজাড়ের হুমকি হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও দেশে উৎপাদিত কাঁচাপাট আমাদের পাট শিল্পে প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাটকাঠি দিয়ে বন্ধ ঘরে পেশার পাল্প তৈরি করা যায়। শিল্পখাত বিবেচনায় পাটশিল্প এখনো বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সার্বিক পাটখাত হতে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৮৩৫.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ২ ভাগ। ২০১৭-১৮ অর্থবছর তুলনায় রপ্তানি আয় ১০.৪১ ভাগ কমেছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সার্বিক পাটখাত হতে বৈদেশিক আয় হয়েছে ১০২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ খাতে ৮৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুলাই ২০১৯-জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত এ খাতে ৬১৬.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০.৮২ ভাগ বেশি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি চলতি বছরে পাটখাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকল পাটকল মালিক-শ্রমিক এবং ব্যবসায়ীগণ আন্তরিক হবেন।

পাট একটি স্বাধন খাত। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ এর সাথে জড়িত। উত্তরাঞ্চলের পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, সমৃদ্ধ নতুন পাটশণ্য উদ্ভাবন এবং পাটশণ্য বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ খাতে আরো কর্মসংস্থান সৃজনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সুতরাং, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পরিবেশ রক্ষায় সোনালী আঁশ পাট অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। জেডিপিসি'র আওতায় বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোক্তাগণ এ পর্যন্ত ২৮০ ধরণের অধিক পাটপণ্য উদ্ভাবন করে বিপণন করছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লাভজনক পর্যায়ে টিকে থাকার জন্য এসব পণ্য আরো আকর্ষণীয় ও গুণগত মানসম্পন্ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন উন্নত গবেষণা ও সংশ্লিষ্টদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বাজার সম্প্রসারণ করা। অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের কদর ফেরা ইত্যাদি ব্যবধার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পাটের বিভিন্ন সিকারোজা' জিনোম সিকোয়েন্স' আবিষ্কার ফলে পাটের সোনালী তন্তুগুলোর বাস্তবায়ন ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে। পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট পলিমার বা সোনালী ব্যাগ, ফিসকল ও পাট পাতার চেকল পানীয়'র মতো প্রকল্পগুলো পাটখাতকে নিয়ে গেছে উন্নতির উচ্চ শিখরে। নানাবিধ কারণে একসময় এসব প্রযুক্তির পুরোপুরি বাণিজ্যিকীকরণ করা সম্ভব হয়নি। এসব সম্ভাবনার নিবিড় নার্সিংসহ পাটকৃষি গ্রাইন্ডিং ইত্যাদি বিষয়গুলো দ্রুত শিল্পে রূপ বাস্তবায়ন করা গেলে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বিপণন প্রয়োজন। এ জন্য পাট খাতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন ঋণ হিসেবে পাটজাত পণ্যের রপ্তানিতে প্রণোদনা বাড়ানো দরকার।

পরিশেষে, পাট খাতের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমিলিতভাবে তার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। এতে প্রাথীন অর্থনৈতিক উন্নতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সুরক্ষায় সোনালি আঁশের পুনর্জাগরণ এবং ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’ এগিয়ে যাবে- মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে এ হোক আমাদের প্রত্যাশা।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২২ ফাল্গুন ১৪২৬
০৬ মার্চ ২০২০

বাংলাদেশে ৬ই মার্চ ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি পাটচাষী, পাট শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারী, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীসহ উৎপাদন এবং বিপণনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পাট বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পাটখাত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অন্যতম খাত। শ্রমঘন পাটশিল্প দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পাট ও বস্ত্রকলসমূহ জাতীয়করণ করেন। জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর ক্ষমতা দখলকারী সরকারগুলো পাটশিল্পকে ধ্বংস করে। একের পর এক পাটকল বন্ধ করে দেয়। বিএনপি-জামাত জোট সরকার ২০০২ সালে অন্যান্য পাটকলসহ এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল আমনজীত বন্ধ করে দেয়। ফলে পাট, পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভাটা পড়ে।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গত ১১ বছরে পাটখাতের উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা বন্ধ পাটকল পুনরায় চালু করেছি। ‘পাট আইন ২০১৭’ ও ‘পাট নীতি ২০১৮’ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাটের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ এবং ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩’ কার্যকর করা হয়েছে। পাটের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে ‘জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সঙ্গে মানানসই পাটের বহুবিধ পণ্য বাজারে বিদ্যমান। পলিথিন ও প্লাস্টিকের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে পাটের তৈরী বহুমুখী পরিবেশবান্ধব নতুন পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের গৌরব পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পাট পরিবেশবান্ধব, তাই নির্মল ও দূষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের গৌরব পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পাট পরিবেশ বান্ধব, তাই নির্মল ও দূষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে।

আমি আশা করি, সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে পাটখাত অন্যতম মাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

আমি ‘জাতীয় পাট দিবস-২০২০’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

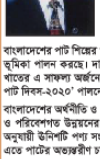

সভাপতি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বাংলাদেশের পাট শিল্পের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ও সুপ্রাচীন। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পাটশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পাট খাতের রয়েছে অনন্য অবদান। পাট খাতের এ সামর্থ্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের রয়েছে উদ্বুদ্ধকারণা ভূমিকা। দেশব্যাপী ৩ মার্চ ‘জাতীয় পাট দিবস-২০২০’ পালনের এ আ